দৈনিক জনকণ্ঠ

অমর একুশের বইমেলা বাঙালীর চেতনারও অংশ ॥ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০০১'-এর উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভাষা আন্দোলনের স্মারক একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে শোক, গৌরব ও বীরত্বের সংমিশ্রণে রচিত এক অনন্যসাধারণ মহাকাব্য। একুশের পথ ধরেই শুরু হয়েছিল বাঙালীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তা অর্জনের অগ্রযাত্রা। তিনি বলেন, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহান একুশে বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃজনশীলতার আজ অনন্ত উৎসভূমি। বিশেষ করে বাংলা *(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)*

অমর একুশের বইমেলা

(প্রথম পাতার পর)

ভাষা চর্চা ও বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বাংলা একাডেমী আয়োজিত মাসব্যাপী ঐতিহ্যবাহী অমর একুশে গ্রন্থমেলা এ দেশের কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের সৃজনশীলতার স্রোতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার উদ্বোধন করার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

শুক্রবার বিকাল সোয়া তিনটায় একাডেমী প্রাঙ্গণে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান স্থলে আসেন বিকাল ৩টা ৩৬ মিনিটে। ৪টা ১৭ মিনিট থেকে টানা আধঘণ্টা তিনি বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২ ও '৬৬ সালের সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পরের নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ওবায়েদ উল হক, প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রকাশক মফিদুল হক, মোঃ আবদুর রাজ্জাক ও আনিসুর রহমান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ খুঁজে পেয়েছিল তাদের আপন ঠিকানা, বুঝতে পেরেছিল জনগণের ঐক্যের শক্তি সমস্ত অন্যায়, অবিচার ও শোষণকে পরাভূত করতে পারে। ভাষা আন্দোলনের সেই অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সমগ্র জাতির আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মধ্যে